যায়যায়দিন

তারিখ AUG 07 2006
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৬

তলিয়ে গেছে ১২৬ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

মনিরামপুর, অভয়নগর ও কেশবপুর সংবাদদাতা

জলাবদ্ধতার কারণে যশোরের মনিরামপুর, অভয়নগর ও কেশবপুর উপজেলার ১২৬ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুই মাস ধরে বন্ধ রয়েছে। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের দূরে রাস্তার পাশে উঁচু স্থানে নিয়ে বিশেষ ব্যবস্থায় ক্লাস নেয়া হচ্ছে। ফলে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩৫ হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

মনিরামপুরের নয় ইউনিয়নের ৯০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জলাবদ্ধতার কারণে বন্ধ রয়েছে। এর মধ্যে ৩৩টি মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৩টি মাদ্রাসা, চারটি কলেজ এবং ৪০টি সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। উপজেলার সুজাতপুর মধ্যপাড়া বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটি ক্লাসরুমে হাঁটু সমান পানি জমে যাওয়ায় পার্শ্ববর্তী পাকা সড়কের পাশে উঁচু স্থানে পলিথিনের ছাউনি দিয়ে শিক্ষার্থীদের ক্লাস নেয়া হচ্ছে। স্কুলের সহকারী শিক্ষিকা মাধুরী বিশ্বাস ও স্বপ্না বৈরাগী বলেন, শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে নৌকায় করে এনে রাস্তার পাশে ক্লাস নিচ্ছি। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী সমাপ্তী ঘোষ জানায়, ক্লাস শেষ হয়ে যাওয়ার পর আবারও তাদের নৌকায় করে বাড়িতে পৌঁছে দেয়া হয়।

কুলটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাস নেয়া হচ্ছে পার্শ্ববর্তী মশিয়াহাটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় তলার দুটি কক্ষে। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ভৈরবী মণ্ডল জানালেন, বর্তমান বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ধর্মঘট চলায় এখানে দুটি কক্ষে কোনো রকমে ক্লাস নেয়া হচ্ছে। ধর্মঘট প্রত্যাহার হলে এখানেও ক্লাস নেয়া যাবে না।

হাটগাছা-সুজাতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা তৃপ্তী বৈরাগী বলেন, শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে ডিঙ্গি নৌকায় করে এনে এলাকার উঁচু তিনটি বাড়ির গোয়ালঘরে কোনো মতে ক্লাস নিচ্ছি। পদ্মানাথপুর বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কুশখালী-আমান্নানগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চিত্রও একই রকম।

পদ্মানাথপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা রুমান খাতুন জানান, আমরা শিক্ষক-শিক্ষিকারা বাড়ি থেকে সাঁতরে এসে পদ্মানাথপুর বাজারের একটি দোকানঘরে ক্লাস নিচ্ছি।

অভয়নগর উপজেলার ১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও একই অবস্থা। এখানকার বেশির ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠ ও আশপাশের এলাকা পানিতে সয়লাব হয়ে গেছে।

ডুমুরতলা সরকারি প্রাইমারি স্কুলের ক্লাস হচ্ছে ওই গ্রামের প্রজিত রায়ের বাড়ির ছাদে। একই দৃশ্য দেখা গেছে সড়াডাঙ্গা জামতলা প্রাইমারি স্কুলে। ওই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা নৌকায় করে গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে একেকদিন ক্লাস করছে। আঙ্গা সরকারি প্রাইমারি স্কুলের ক্লাস হচ্ছে সেখান থেকে আধা কিলোমিটার দূরের আঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে।

ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ঝরনা রানী মণ্ডল বলেন, ক্লাসের ভেতর হাঁটু পানি। এ অবস্থায় কিভাবে শ্রেণী কার্যক্রম চালাবো? বলারাবাদ রেজিস্টার্ড প্রাইমারি স্কুলে দেখা গেল বেঞ্চের ওপর বেঞ্চ বসিয়ে

পানিতে তলিয়ে গেছে স্কুল, বাড়িতেও থাকতে পারছে না এ সব শিশু - ফখরে আলম

ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস করছে। ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস করানোর কারণে ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি কমে গেছে বলে জানালেন সহকারী শিক্ষক সমরেশ মণ্ডল। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মুজিবর রহমান বলেন, জলাবদ্ধ এলাকার ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস করতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। বাড়ি বাড়ি ক্লাস নেয়া হচ্ছে। তবে কিছু এলাকায় প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস না নেয়ার জন্য বলা হয়েছে।

কেশবপুরের ২১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পানিতে তলিয়ে রয়েছে। এর মধ্যে ৯টি প্রাথমিক, ১২টি মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা রয়েছে। উপজেলার কাটাখালী মঙ্গলকোট, মনোহরনগর, বাগডাঙ্গা, রেজাকাঠি, মহাদেবপুর, উত্তর আড়ুয়া, বাগডাঙ্গা মধ্যপাড়া ও নেহানপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়; মহাদেবপুর রেজাকাঠি, কাটাখালী কালীচরণপুর চুঙ্গাডাঙ্গা, মনোহরনগর, ত্রিমোহিনী, আড়ুয়া পাচিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ত্রিমোহিনী এবং সানতলা, কোমলপুর মাদ্রাসা জলাবদ্ধতার কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। পাজিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সদস্য জয়দেব চক্রবর্তী জানান, বিদ্যালয়ের মাঠে হাঁটু পানি থাকায় শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক রনজিৎ মণ্ডল বলেন, আমরা নিজেরা স্কুল ভবনে ঢুকতে পারছি না। এই অবস্থায় ক্লাস করানো সম্ভব নয়।